بسم الله الرحمن الرحيم

তাওহীদের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও সকলক্ষেত্রে তাওহীদ প্রয়োগ

শাঈখুল হাদীস মুফতি জসিমুদ্দীন রাহমানী

অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ
শাঈখ আব্দুল্লাহ মিজান

জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে মুসলিমদের সবচেয়ে আগে খালেস তাওহীদের উপর নিজেদের আকীদাকে শুদ্ধ করা প্রয়োজন ও চিন্তা-চেতনা, আবেগ ও সকল কাজ এরই উপর ভিত্তি করে আবর্তিত হবে। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান চরম নৈরাশ্য ও অপমানজনক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে সম্মানজনক অবস্থায় পৌছানো ও উম্মাহকে বিজয়ী করতে হলে সমস্যার মূল বা শিকড় নিয়ে সঠিকভাবে তলিয়ে দেখতে হবে। তাওহীদই হলো ইসলামের ভিত্তি ও মুসলমানদের প্রেরণা বা চালনাশক্তি। সুতরাং যদি শাখা-প্রশাখা সমস্যা বা রোগাক্রান্ত হয় তাহলে অবশ্যই দেখতে হবে মূলে সমস্যা রয়েছে কিনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ () تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ () وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ () يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

“তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন: পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ্ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণণা করেন-যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিবজীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা, তা করেন।” (সুরা ইবারাহীমঃ ১৪ ঃ ২৪-২৭)

মুসলিম উম্মাহর পুনরুজ্জীবনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো বর্তমান সময়ের শিরককে চিনতে না পারা। অন্য সকল সমস্যার মূলে হলো এই শিরককে চিনতে না পারার সমস্যা। আল্লাহর আইনের মুকাবিলায় অত্যাচারী শাসকদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও জনগণকে তাদের আইন মানার জনী নির্দেশ দান হলো সেই বিষ যা ইসলামের কান্ড ও শাখা-প্রশাখাকে ধ্বংস করে চলেছে।

বুরাইদা (রাঃ) নবী (সাঃ) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন “তিন ধরনের বিচারক রয়েছে। এক ধরনের বিচারক হকের জ্ঞান রাখে ও সে অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে তারা হবে জান্নাতী। যে হকের জ্ঞান রাখে কিন্তু সে অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না এবং যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই বিচার করে এরা উভয়ই হবে জাহান্নামী। [আবু দাউদ ৩৫৬৬, নাসাই, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী]

আমরা আল্লাহর আয়াত স্বরণ করিয়ে দিতে চাই ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ () ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ

"আরো কিছু লোক এমন আছে, যাহারা কোনরূপ ইলম হেদায়াত ও আলোদানকারী কিতাব ছাড়াই মস্তক উদ্ধত করিয়া আল্লাহর ব্যাপারে ঝগড়া করে, যাহাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ হইতে বিভ্রান্ত করা যায় । এই ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ায়ও লাঞ্ছনা, আর কিয়ামতের দিন তাহাদেরকে আমরা আগুনের আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাইব ।"
(সুরা আল হাজ্জ ২২ ঃ ৮-৯)

সত্যিকারের আলিমরা কারাগারে নিক্ষেপ ও নির্যাতিত হচ্ছেন তাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে আর লোকদের এমন সব আলিমদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যারা এই দুনিয়ার জীবনের জন্য অল্পমূলে নিজেদের দ্বীনকে বিক্রি করছে । আমরা মুসলিমদে রনবী (সাঃ) এর বাণী স্বরণ করিয়ে দিতে চাই ।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত "নিশ্চয়, আল্লাহ তার বান্দাদের ইলম বা জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নেন না, তিনি আলিমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নেন । এমনকি একজন আলিমও অবশিষ্ট থাকবে না এবং লোকেরা মূর্খদের তাদের নেতা হিসেবে গস্খহণ করবে । তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে ও তারা ফতোয়া দিতে থাকবে কোনরূপ জ্ঞন ছাড়াই । ফলে তারা নিজেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে ও অন্যদেরকেও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে ।" (বুখারী ও মুসলিম) ।

সরকারী আলিমদের মুসলিম জনগণকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দ্বীনের অপরিহার্য দাবী এই যে, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই আইন প্রণয়নের অধিকারী । তিনিই সিদ্ধান্ত দিতে পারেন কোনটি ভুল এবং লোকেরা কিভাবে জীবন কাটাবে । এটাই হবে আমাদের পুরো জীবনের প্রকৃতি । আমরা দুনিয়াতে আছি আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং আমাদের অবশ্যই তার নামসমূহ তাঁর গুণাবলী তাঁর কাজ ও তাঁর অধিকার সম্পর্কে বুঝতে হবে এবং তারপর একমাত্র আল্লাহর আইন বা হুকুম মানার মাধ্যমে আমাদের সকল আনুগত্যকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

"আমি মানুষ ও জ্বীনকে একমাত্র আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই ।"
(সুরা আল যারিয়াত ঃ ৫৬)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য এবং আল্লাহর হুকুম বা আইন মানা এই ইবাদতেরই অন্তর্ভূক্ত । একইভাবে আমরা আমাদের সালাতেও বলি ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ **"আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি ।"** (সুরা ফাতিহা ঃ ৪)

এটা আবারও প্রমাণ করে যে, আমাদের একমাত্র আল্লাহকে মানতে হবে । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর আইন থেকে স্বাধীনভাবে আইন তৈরী করা এবং এই আইন তৈরী করা যেতে পারে কি না এ ব্যাপারে কেই বিশ্বাস করুক আর নাই করুক সুস্পষ্ট শিরক, যা মানুষকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয় ।

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

"বিধান দিবার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, একমাত্র তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সুরা ইফসুফ ঃ ৪০)

وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

"তিনি কাউকে নিজ হুকুমে (কর্তৃত্বে) শরীক করেন না।" (সুরা কাহাফ ঃ ২৬)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"(হে মানুষ)তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করো, তার ফয়সালা তো আল্লাহ তায়ালারই হাতে; (বলো হে নবী) এ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনিই আমার মালিক, আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং আমি তাঁর দিকেই রুজু করি" (সুরা আশ-শুরা ঃ ১০)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"(হে মুহাম্মাদ) আমি তোমার প্রতি সত্য (দ্বীন)-সহ এ কিতাব নাযিল করেছি, (আগের) কিতাবসমূহের যা কিছু (অবিকৃত অবস্থায়) তার সামনে মজুদ রয়েছে, এ কিতাব তার সত্যতা স্বীকার করে (শুধু তাই নয়) এ কিতাব (তার ওপর) হিফাযতকারীও বটে! (সুতরাং) আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতেই তুমি তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করো, আর (এ বিচারের সময়) তোমার নিজের কাছে যা সত্য (দ্বীন) এসেছে, তার থেকে সরে গিয়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না; আমি তোমাদের প্রতিটি (সম্প্রদায়ের) জন্যে শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মাত বানিয়ে দিতে পারতেন; বরং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার ভিত্তিতে তোমাদের যাচাই-বাছাই করে নিতে চেয়েছেন, অতএব, ভালো কাজে তোমরা সবাই প্রতিযোগিতা করো; (কেননা) আল্লাহ তায়ালার দিকেই হবে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল, (এখানে) তোমরা যেসব বিষয় নিয়ে মতভেদ করতে, (অতপর) তিনি অবশ্যই তা তোমাদের (স্পষ্ট করে) বলে দিবেন।" (সুরা আল মায়িদা ঃ ৪৮)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"এদের কি এমন কোনো শরীক আছে, যারা এদের জন্যে এমন কোনো জীবন বিধান প্রণয়ন করে নিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দান করেননি; যদি (আযাবের মাধ্যমে) সিদ্ধান্ত নেয়া হতো তাহলে কবেই তাদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেতো; অবশ্যই যালিমদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে।" (সুরা শুরা ঃ ২১)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

"অতপর (বলো), তার চাইতে বড়ো যালিম আর কে, যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াত অস্বীকার করে; (এ ধরনের) না-ফরমান লোকেরা কখনোই সফলকাম হয় না।" (সুরা ইউনুস ঃ ১০ ঃ ১৭)

সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যেহেতু আইন প্রণয়ন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার, সেহেতু আইন প্রণয়ন করাও এই আইনকে স্বীকার করে নেয়াও তার কাছে সমর্পণ করা বা তাকে মান্য করা উভয়টিই শিরক।

কারণ এটা কুফর এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কুফর করতে থাকলে এটা ইসলাম থেকে বের করে দেয় যদিও সে বিশ্বাস করে যে এটা করা উচিত নয়। কারণ ঈমান হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কাজে পরিণত করা। সুতরাং কুফর ও বিশ্বাস কথা ও কাজের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় এবং তাওহীদের শর্তই হলো আল্লাহর হুকুমের কাছে পরিপূর্ণ আত্নসমর্পণ। তার মানে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্নসমর্পণ না করে অন্যদের হুকুম ও অনুগত মস্তকে মেনে নেয়, সে কাফির।
অন্য যে কোন বৈধ আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য। কেননা আল্লাহ ব্যতীত আমাদের আনুগত্য করার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

১) আমরা শুধুমাত্র তারই আনুগত্য করতে পারি, যার আনুগত্য করার হুকুম স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেনঃ
যেমন খলিফাহ, পিতামাতা, স্বামী এই সত্য দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যখনই আল্লাহ তাঁর ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করার কথা বলেছেন, তখনই সেই আনুগত্যকে তিনি তাওহীদ অথবা শরীয়াহ অথবা তার নিজের আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" (সুরা আল বাকারা ঃ ৮৩)

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"তোমাদের মালিক আদেশ করছেন, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদাত করো না এবং তোমরা (তোমাদের) মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।"
(সুরা ইসরা ঃ ২৩)

আমরা মানুষকে নিজেদের পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোন (মা'বুদকে) শরীক বানানোর জন্য চাপ দিয়ে থাকে তুমি (আমার শরীক) বলে জান না, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না, আমার দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদিগকে জানাব যে তোমরা কি করছিলে!" এই একই নিয়ম রাসূল (সাঃ) এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছে।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

“যারা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রাসূলের আনুগত্য করে, তারা (শেষ বিচারের দিন সেসব) পূণ্যবান মানুষের সাথে থাকবে, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা প্রচুর নিয়ামত বর্ষণ করেছেন, এরা (হচ্ছে) নবী-রাসূল, যারা (হিদায়াতের) সত্যতা স্বীকার করেছে, (আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী) শহীদ ও অন্যান্য নেককার মানুষ, সাথী হিসেবে এরা সত্যিই উত্তম।” (সুরা আন নিসা ঃ ৬৯)

পক্ষান্তরে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ারা ও তাঁর রাসূলের না-ফরমানী করবে এবং তাঁর (নির্ধারিত) সীমারেখা অতিক্রম করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে (জলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে অনন্তকাল ধরে থাকবে, তার জন্যে (রয়েছে) অপমানকর শাস্তি।” (সুরা আন নিসা ঃ ১৪)

অনেক আয়াতে রাসূল (সাঃ) যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃত্ব ও হুকুমের অধীন তা পরিস্কারভাবে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

“হে নবী, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ কুশলী।” (সুরা আহযাব ঃ ১)

অধিকন্তু নবীর আনুগত্য শর্তহীন। কেননা নবী (সাঃ) কাজ করতেন ওহীর ভিত্তিতে ও তার হুকুম ও ছিল ওহীর ভিত্তিতে। এটা প্রমাণিত হয় এই আয়াত দ্বারা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে (যেন) আল্লাহরই আনুগত্য করে।”
(সুরা আন নিসা ঃ ৮০) এবং

নবী (সাঃ) বলেনঃ “যে আমার আনুগত্য করল; সে আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে আমার অবাধ্যতা করল; সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল এবং যে আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল এবং যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমার অবাধ্যতা করল।” (বুখারী কিতাবুল আহকাম **১৯** ঃ ২৫**১**, মুসলিম কিতাবুল ইমারাহ)

আল হারিস আল আশয়ারী রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ “আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের হুকুম দিয়েছেন এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের হুকুম দিচ্ছি: **জামাআতবদ্ধ হওয়া, শুনা ও মানা, হিজরত ও জিহাদ**। কেননা যে জামাআত থেকে এক বিঘত দূরে সরে যায়, সে ইসলামের রজ্জু গলা থেকে খুলে ফেলে।” (আহমদ ৪/১৩০,২০২; আত তায়ালিমি **১১**৬**১**; ইবনে হিব্বান **১**৫৫০; ইবনে খুজায়মাহ ৯৩০; আল হাকিম **১**/২৩৬**১**; শেষোক্ত দুই হাদীসে দেখানো হয়েছে যে, **খলিফার আনুগত্যের মাঝে নবীর আনুগত্য ও নবীর আনুগত্যের মাঝে আল্লাহর আনুগত্য নিহিত**। এটা এই আয়াত থেকে আরো পরিস্কার হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"হে ঈমানদার মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রাসূলের এবং সেসব লোকদের, যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্য) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাখ্যার দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা ।" (সুরা আন নিসা ঃ ৫৯)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীস থেকে পরিস্কার হয়ে যায় যে, আনুগত্য শুধু তাদেরই করা যাবে, যাদের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন ।

২) আমরা শুধুমাত্র সেইসব নির্দেশই মানব যা আল্লাহর হুকুম ও নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীলঃ
আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, "(আল্লাহর) অবাধ্যতার মাঝে কোন আনুগত্য নেই । আনুগত্য শুধুমাত্র মারুফ কাজে (মুসলিম কিতাবুল ইমারাহ [নং ৪৫৩৬; ইংরেজী ভার্সন: ভলিয়ম ৯ নং ২৫৯১) ।
নওয়াম বিন সামআন নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, "স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না ।" (ইমাম বাগহাউই, শরহে সুন্নাহঃ ১০/৪৪] আহমদ, আল হাকিম)

৩) আমরা তাদের আনুগত্য করব শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং এই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাদের আনুগত্য করব নাঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

" আপনি বলুন: আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্যে ।" (সুরা আল আনআম ঃ ১৬২)

তিনি আরো বলেনঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত ।" (সুরা আল ইমরান ঃ ৮৫)

যদি উপরোক্ত ৩টি শর্ত না পাওয়া যায় তাহলে এ সকল লোকের প্রতি আনুগত্য পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে শিরক বা হারাম হতে পারে । "যদি এই আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য করার কোন উদ্দেশ্য বা নিয়ত যদি ঐ ব্যক্তির মধ্যে না থাকে তাহলে এটা হবে আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক এবং তা ইসলাম থেকে বের করে দেয় যদিও যাদের মান্য করা হচ্ছে তারা পিতা-মাতা, স্বামী বা খলিফাহ হয় এবং তাদের হুকুম ও ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় ।"

ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমরা আকিদাহ ও শারিয়াহ এর কিছু কারণ আলোচনা করব যা, চিহ্নিত করতে ব্যর্থতা ও পালন করার ব্যর্থতার কারণে ইসলামের পথে আমাদের নিজেদের চলা এক বিরাট বাধার সম্মুখীন। সর্বোপরি ইসলামের পূর্ণজাগরনের পথে এই ব্যর্থতা বিরাট বাধা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে সকল বাধা পেড়িয়ে তাঁর দ্বীনের পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাপ্তাহিক দা'ওয়া কার্যক্রম
স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, সময়ঃ বাদ জুমুআ
তারিখঃ ২৭/০৩/০৯